ওসমান হাদিকে পরিকল্পিত হত্যার প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ

দর্শনায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে দর্শনার ছাত্র-জনতা ও স্বদেশপ্রেমী মানুষের আয়োজনে ‘দর্শনা মুক্তমঞ্চে’ জমায়েত হয়ে এই বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু হয়ে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মহাসড়কের চার রাস্তার মোড় (বক চত্বর) এলাকায় গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর জামায়াতের আমির সাইফুল ইসলাম অপু, কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি রিফাত রহমান, তানজির রহমান অনিক ও আজারুল ইসলাম সোহান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তানজির রহমান অনিক। সমাবেশে বক্তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার ও ফাঁসির দাবি জানান এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান। আন্দোলনকারীরা এ সময় বিভিন্ন স্লোগান দেন, যেমন ‘দিল্লি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা’, ‘আমি কে তুমি কে? হাদি হাদি’, ‘এক হাদি লোকান্তরে, কোটি হাদি ঘরে ঘরে’।

মিছিলটি দর্শনা সীমান্তের অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। সমাবেশ শেষে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে নিহত হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন ওসমান গনি। এছাড়া দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে; এর মধ্যে পরানপুর রিফিউজি কলোনি মসজিদে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মো. রবিউল ইসলাম।

শরীফ ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাইযোদ্ধা শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজের পর চুয়াডাঙ্গা চৌরাস্তার মোড়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

এসময় বিক্ষোভকারীরা তুমি কে, আমি কে, হাদি হাদি; ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান; গোলামী না আজাদী, আজাদী আজাদী; হাদি ভাইয়ের কারণে, ভয় করি না মরণে; দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা; ভারতের আগ্রাসন ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও; ইনকিলাব জিন্দাবাদ” ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান সজিব, জেলা সেক্রেটারি তুষার ইমরান সরকার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গার মুখ্য সংগঠক সজিবুল ইসলাম, সদর উপজেলা সদস্য সচিব ফাহিম উদ্দিন মভিন, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলার আহ্বায়ক মাহফুজ হোসেন, বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি সাগর আহাম্মেদ, আপ বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গার সভাপতি স্বপন এবং চুয়াডাঙ্গা ল্র সন্তান এবং ডাকসু হল সংসদের পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসির আল মাস্তুর।

বক্তারা বলেন, শরিফ ওসমান হাদী হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় সারাদেশে গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, ভারতীয় আধিপত্য কায়েমের নীলনকশার অংশ হিসেবেই

শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যা করা হয়েছে। খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন। কর্মসূচির আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গাবাসী ও ছাত্রজনতা।

বিক্ষোভ মিছিলের শেষে নিহত হাদির আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জুলাই ঐক্য।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর জেলা মডেল মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ের জুলাই শহীদ স্মৃতি স্তম্ভের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

এসময় তারা ‘হাদি ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে?’ ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’, ‘আপোস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম’ স্লোগান দেয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান, এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি

জাব্বারুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান বলেন, আমাদের শহীদ ভাইকে যারা হত্যা করেছে তারা ভারতে লুকিয়ে আছে। তাহলে কি আমরা এটা বুঝে নেব বাংলাদেশকে করদ রাজ্যে পরিণত করার জন্য, এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার জন্য ভারত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের ওপর এই খুন-গুম চালিয়েছে ও চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রশাসন আমাদের দৃষ্টিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখছে তাদের বিনা মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথচ যারা পরিকল্পিতভাবে মেহেরপুরকে অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেন, আমরা প্রথম থেকেই ভারতের হেজিমনির বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছি। আমরা বলেছি, বাংলাদেশে ভারতের আর কোনো স্ট্যাবলিশমেন্ট থাকতে পারবে না। বাংলাদেশে তারা এই মুজিব ও হাসিনাকে রেখে গিয়েছিল মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। সেরকম কোনো প্রসেস বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না।

প্রথম থেকেই তারা আমাদের ওপর বিভিন্ন আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। সর্বশেষ আমাদের সহযোদ্ধা ওসমান হাদিকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, গুলি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর ২০২৫) দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা অবস্থায় শরীফ ওসমান হাদিকে মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তরা গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয় এবং সেখানে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক পৌনে ১০টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে হয়রানির, প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় ওয়ারিশ সুত্রে পাওয়া জমি নিয়ে হয়রানির শিকার একটি পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে ওই পরিবারের পক্ষে সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের নিকট উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

আলমডাঙ্গার কাচারি বাজারের মৃত চেরাগ আলীর ছেলে সিরাজুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমার নানার সম্পত্তি ৭১ নং কামালপুর মৌজার আরএস ৪১ নং খতিয়ানের ৭৬৩ নং দাগে ৩৭ শতক জমি আমার মা আয়েশা খাতুনের নামে রেজিস্ট্রী করে দেন। আমার মা মারা যাবার পর ওয়ারিশ সূত্রে ওই সম্পত্তি আমাদের ৪ ভাইয়ের নামে রেকর্ড হয়। বর্তমানে এই সম্পত্তি ভোগ দখল করে আসছি।

উক্ত দখলীয় সম্পত্তি কামালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের স্ত্রী সাস্তরী খাতুন তার নিজের জমি দাবী করে ২০০৩ সাল থেকে নিম্ন এং উচ্চ আদালতে বেশ কয়েকবার মামলা দায়ের করেন। আদালতে সাস্তরী খাতুন দলিল, রেকর্ড বা কোনো বৈধ কাগজ না দেখাতে পারায় সব মামলায় আমাদের পক্ষে রায় হয়।

সাস্তরী খাতুন আমাদের হয়রানি করার জন্য সম্প্রতি আবারও আদালতে মামলা দায়ের করেন। মিথ্যা তথ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা দাবী করে সিরাজুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাস্তরী খাতুনের একের পর এক হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গাংনীতে গান গেয়ে মানববন্ধন

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের বাউল সম্প্রদায়ের লোকজন। এ সময় তাদের হাতে ছিল একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, ঢোলসহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ২টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের কাঁচাবাজার এলাকায় তারা এই মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে গান পরিবেশন করেন আব্দুস সামাদ বাউল, ছন্নত বাউল, ভিকু বাউল ও মহিবুল বাউল।

মানববন্ধনে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়।

আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বাউল সম্প্রদায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মজনুল হক বলেন, বাউল সম্প্রদায় সুরের মানুষ। আমরা কোনো ফ্যাসাদ বুঝি না, আমরা বুঝি ভালোবাসার মানবিক সমাজ। আমরা মনের মানুষের সঙ্গে মনের মিলন ঘটাতে চাই।

আমরা ভাই-ভাই জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় মিলিয়ে আমরা সম্প্রীতির রাষ্ট্র চাই। সমাজে কোনো ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড হোক, তা আমরা চাই না। আমাদের দেশ বহুজাতি, বহু মতের, বহু চেতনার দেশ। আমরা লালন করি বাউল দর্শন।

আবুল সরকার তার গানের মাধ্যমে অভিনয় করছিলেন। সেই গানের অভিনয়ের মধ্যে যদি ভাষার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারপরও বাউল আবুল সরকারকে ক্ষমা করা হয়নি। তাকে আটক করে মামলা দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড। আমরা এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার ও তার মুক্তি দাবি করছি। মানববন্ধনে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩৫ জন বাউল অংশ নেন।

আলমডাঙ্গা নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক জোটের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ

আলমডাঙ্গায় নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক জোটের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ জোটের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার উপজেলা চত্বরে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

শিক্ষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং ডিআই-এর ঘুষ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কর্মসূচি ঘোষণার পর জোটের সদস্য সচিব দেওয়ার হোসেন আজিজীর প্রতিষ্ঠানে ষড়যন্ত্রমূলক অডিটের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হাটবোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, এরশাদপুর একাডেমির প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামীম, বিপ্লব হোসেন, আব্বাস উদ্দিন, কোরবান আলী, রফিকুল ইসলাম, আশরাফুল হক, আমিরুল ইসলাম, মহসিন আলী, আকলিমা খাতুন, আয়ুব আলী, আব্দুর রহমানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ।

দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের

কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলে পকেট কমিটি ও অছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুতুল দাহ করেছে কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা কমিটি গঠনকারীদের কুশপুতুল দাহ করেন। তারা অভিযোগ করেন, নিয়মিত ছাত্রদের বাদ দিয়ে পকেট কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এ কমিটি বাতিল না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। পকেট কমিটি দিয়ে ছাত্ররাজনীতি চলতে পারে না।
তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শোয়েব আক্তার, আসিফ হাসান, সাফায়েত জামাল পাপ্পু, নাফিজ ইকবাল খান, অমিন, ইমন, রুপন, উৎসব, আরমান, সিদাত, শিবলী, আনারুন, আফ্রিদি, তৌহিদ, রমজানসহ দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মী।

ঝিনাইদহে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস পালন

‘নারীর জন্য রাজনীতি করি, সহিংসতা রোধে একসাথে লড়ি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে দুর্বার নেটওয়ার্ক ও ওয়েলফেয়ার এফোর্টস। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেনীপেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় দুর্বার নেটওয়ার্কের সদস্য শরিফা খাতুন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, হাফিজুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, উই এর প্রজেক্ট অফিসার রশিদা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা নারীদের প্রতি সহিংসতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্যাতন বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গাংনীর মফিজ ফল ভাণ্ডার ভাঙচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে ‘মফিজ ফল ভাণ্ডার’ ভাঙচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন দোকানটির স্বত্বাধিকারী মফিজুর রহমান।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার ভাই রফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত শনিবার বিকেলে গাংনী বাজারের আমিরুল মার্কেট ও এস এম প্লাজা মার্কেটের একদল লোক দোকানের ভেতরে ঢুকে জোরপূর্বক ভাঙচুর চালায়। প্রায় ৪০ বছর ধরে গাংনী বাজারে ফলের ব্যবসা করে আসছেন মফিজুর রহমান। জেলা পরিষদের কাছ থেকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেওয়া দোকানঘরটিতেই তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বাজারে চলমান রাস্তা নির্মাণ কাজকে কেন্দ্র করে ‘ম্যাপে না থাকা’ অজুহাতে অভিযুক্তদের একটি চক্র গত ৪-৫ মাস ধরে তাকে দোকান ভাঙার হুমকি দিয়ে আসছিল। এমনকি দোকান অক্ষত রাখতে তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। তিনি সেই চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ১৫ নভেম্বর দুপুর ২টার দিকে অভিযুক্তরা লোহার রড, লাঠিসহ একটি সংঘবদ্ধ দল নিয়ে দোকানে হামলা চালায়। তারা দোকানের মালামাল লুটপাটের পাশাপাশি প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধন করে।

রফিকুল ইসলাম আরও জানান, হামলার সময় আসামি সালাউদ্দিন শাওন দোকানের ক্যাশ ড্রয়ার থেকে মহাজনকে দেওয়ার জন্য রাখা ১৫ লাখ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। এ সময় বাধা দিতে গেলে মফিজুর রহমানকে মারধর করে দোকান থেকে বের করে দেয় হামলাকারীরা।

এ ঘটনায় মফিজুর রহমান গাংনী সাবেক পৌরমেয়র আমিরুল ইসলামের ছেলে সালাউদ্দিন শাওন, কাপড় ব্যবসায়ী রেজাউল হক, মানিক, সৌখিন বস্ত্রালয়ের মালিক রাশেদুল ইসলাম, কাপড় ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম রবি, ওয়ালটন শোরুমের স্বত্বাধিকারী সাজু এবং ইমন টেইলার্সের মালিক ইমনের নামে অভিযোগ দিতে গাংনী থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে মফিজুর রহমান জানান, এ ঘটনার পর থেকে তিনি ও তার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

ঝিনাইদহে আ’লীগের লকডাউনের প্রতিবাদে শেখ মুজিবের ম্যুরাল গুড়িয়ে দিল ছাত্র জনতা

আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে শেখ মুজিবের ‘এক তর্জনি’ বিশিষ্ট ম্যুরালটি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিল ছাত্র জনতা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ শহরের সাবেক মুজিব চত্বরে স্থাপিত ‘এই ম্যুরালটি’ গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউনের প্রতিবাদে সকাল ১০টার দিকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শহীদ মিনারের সামনে বর্তমান স্বাধীনতা চত্বরে অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের ‘এক তর্জনি’ স্তম্ভটি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়।

এর আগে গত বছরের জুলাই বিপ্লব চলাকালে ৫ আগস্ট ‘এক তর্জনি’ ম্যুরালটি ভাঙচুর করা হলেও কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল। সেই অবশিষ্ট অংশ বৃহস্পতিবার সকালে বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা।

বিষয়টি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব সাইদুর রহমান বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রাখতে অতীতে অগ্নিসংযোগ করে মানুষ হত্যা করেছে। এখনো তারা সেই কাজটিই করে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষকে আওয়ামী লীগ ও হাসিনা পঙ্গু করে দিয়েছে। দেড় হাজারের বেশি ছাত্র জনতাকে হত্যা করেছে। আজও শহিদদের রক্তে রাজপথ ভেজা। কিন্তু আওয়ামী লীগ হায়েনার মতো আবারও অগ্নিসন্ত্রাসে মেতে উঠেছে। যে কারণে, ছাত্র জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে বাকশালের জনক শেখ মুজিবের স্তম্ভটি গুড়িয়ে দিয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা ম্যুরালটি ভেঙে দিয়েছে। আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি।